২০২১-২০২২

ভূমি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

নির্দেশনায়

জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সম্পাদনায়

জনাব এ টি এম নাসির মিয়া
পরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব আবি আবদুল্লাহ
উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আফজালুর রহমান
উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

মিজ তাসলীমা বেগম
চার্জ অফিসার
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সহযোগিতায়

জনাব মীর আবদুল বারী
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

প্রচ্ছদ

এম রহমান হেলাল

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ

A1 Publications & Press, Dhaka.
a1pub.press@gmail.com

প্রকাশনায়

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম ও অর্জনসমূহের ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ওপর গুরত্বারোপ করেন। বঙ্গবন্ধু ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ করেন এবং পি.ও. নম্বর ৯৮/৭২ এর আওতায় কোন ব্যক্তি বা পরিবারের ১০০ বিঘার ঊর্ধ্বে জমি সরকারের মালিকানায় আনয়নপূর্বক ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে দেশ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল নকশা ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক চলমান জরিপ কার্যক্রম আধুনিক এবং তথ্য-প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৯টি জোন এবং দিয়ারা অপারেশনে বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস) চালু হয়েছে।

প্রতিবেদনটি সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, অংশীজন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করি। যাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.

সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়া। তারই ধারাবাহিকতায় সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' ও 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন "সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে"। এ নির্দেশনার আলোকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর একটি গণমুখী এবং জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সরকার ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সেবা আধুনিক ও সহজীকরণ এবং এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, এস্টাব্লিশমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইডিএলএমএস) প্রকল্প, ভূমি জোনিং প্রকল্প এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 'ভূমি ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের অধীন ভূমি ভবন নির্মাণের কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে।

আমি আশা করি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ এ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হবে। এ প্রতিবেদন থেকে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিগত বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজন একটি সম্যক ধারণা পাবেন। এতে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও জোরদার হবে বলে আমি মনে করি। আমি এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মকবুল হোসেন, এম.পি.

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড এবং অগ্রগতি সম্পর্কে ভূমি মালিক, গবেষক, উন্নয়ন সহযোগী, অংশীজন তথা দেশবাসীকে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এ লক্ষ্যে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নির্ধারণ করেছে। 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী'-তে এ রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের আওতায় ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অফিসসমূহে অটোমেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত সারাদেশের ৪৮৮টি উপজেলা ভূমি অফিসে শতভাগ ই-নামজারি চালু রয়েছে এবং সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে নামজারি আবেদন ফি, নোটিশ জারি ফি, রেকর্ড সংশোধন ও খতিয়ান সরবরাহ ফি ক্যাশলেস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পার্বত্য ৩টি জেলা ব্যতীত সারাদেশের সকল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে শতভাগ ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন কর চালু রয়েছে এবং জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৪৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা অনলাইনে রাজস্ব আদায় হয়েছে। ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন কর কার্যক্রমটির জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'WSIS 2022' পুরস্কার অর্জন করেছে। স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সঙ্গে সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ভূমি তথ্য ব্যাংক' এর জন্য সংস্কার ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয়কে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' প্রদান করা হয়েছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের 'ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো সর্বাধুনিক চতুর্থ প্রজন্মের সার্ভে ড্রোনের মাধ্যেমে পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১৪টি উপজেলায় পাইলটিং বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া মৌজায় ডিজিটাল সার্ভে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে বিষয়ে প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩০ বিধিতে আপত্তি এবং ৩১ বিধিতে আপিল মামলার আবেদন গ্রহণ, শুনানি, নিষ্পত্তি, রায়ের নকল প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর স্বল্প সময়ে সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় তাদের সেবা পৌঁছে দিবে - এ আমার প্রত্যাশা।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যাবলী, চলমান জরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা, অর্জনসমূহ, মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ), অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ, অধিদপ্তর ও জোনসমূহের যাবতীয় তথ্যসহ কর্মরত কর্মচারীদের তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারাদেশে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার খতিয়ানের শুদ্ধ কপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১৫০০ মৌজার স্বত্ত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ) জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ১৮টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ১০৩৯টি বিভিন্ন ধরণের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়। অধুনালুপ্ত ১১টি ছিটমহলের ৩৪টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কাজ শেষে ম্যাপ ও খতিয়ান জেলা প্রশাসনসহ সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২২০ জন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, এ সময় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোট ৮০৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বশৈলী, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ গত এক দশকে প্রতিটি আর্থ-সামাজিক সেক্টরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং 'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থপনা গড়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জরিপ সংক্রান্ত গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন-এ আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়নের সাথে সংশিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

পরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ৬ ধারার নির্দেশনার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর প্রকাশ করে থাকে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম ও অর্জনসমূহের ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ এ তুলে ধরার জন্য অধিদপ্তরের কতিপয় উদ্যোমী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এছাড়া, অধিদপ্তরের আওতাধীন জোনের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় পরামর্শ, উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশে সাহস যুগিয়েছেন। তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রকাশের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ টি এম নাসির মিয়া

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৭
১.১.	সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৭
১.২.	দপ্তরের ভিশন ও মিশন	১৭
১.৩.	কাজের তালিকা (Allocation of Business)	১৮
১.৪.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)	১৮
১.৫.	গণকর্মচারী সংখ্যা	১৯
১.৬.	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	২০
১.৭.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম	২১
১.৮.	চলমান জরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা	২১
১.৯.	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	২১
১.১০.	মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	২৩
১.১১.	বিসিএস ক্যাডার ও বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	২৫
১.১২.	শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)	২৫
১.১৩.	বাজেট	২৫
১.১৪.	অডিট আপত্তি	২৬
১.১৫.	২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আইন শাখার কার্যক্রম	২৬
১.১৬.	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	২৬
২	ডিজিটাল জরিপ ও সাভার উপজেলা	২৭
৩	বিদ্যমান ভূমির বিপুল সংখ্যক শ্রেণিকে স্বল্পসংখ্যক শ্রেণিতে রূপান্তরকরণ	২৯
৪	ড্রোন সার্ভে (Drone Survey)	৩২
৫	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ সম্পাদনা পর্ষদ	৩৭
৬	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের স্থিরচিত্র	৩৯

১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

১.১. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ এর অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে 'ভূমি রেকর্ড দপ্তর' নামে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ 'সার্ভে অব ইন্ডিয়া' এর উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সালে জরিপের কাজ ভূমি রেকর্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং দপ্তরটিকে 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর' নামে অভিহিত করা হয়। এর সদর দপ্তর কোলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বরিশাল জেলার ব্রাউন কম্পাউন্ডে অস্থায়ীভাবে জরিপ বিভাগের অফিস স্থাপন করা হয়। এছাড়া রংপুরে স্থাপন করা হয় সেটেলমেন্ট প্রেস।

পরবর্তীতে জরিপ অফিস বরিশাল জেলা হতে ঢাকার ওয়াইজ ঘাট নবাব এস্টেটের বাড়িতে ও আরো কিছু দিন পর টিপু সুলতান রোডের (ওয়ারী) ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে পরিদপ্তর ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হলে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) পরিদপ্তর'টি স্থানান্তর করা হয়। এর কিছুদিন পর সেটেলমেন্ট প্রেস রংপুর হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের আমলে এটি 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর' এ রূপান্তরিত হয় ও এর কার্যক্রমের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং অফিসের নামকরণ করা হয় 'ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভেস'।

১.২. দপ্তরের ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision)

বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' অনুসরণে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত, জনবান্ধব, টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী আধুনিক ভূমি জরিপ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ;
- তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ডিজিটাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল ভূমি নকশা ও রেকর্ড ডাটাবেইজ তৈরি করা;
- স্বল্পতম সময়ে ভূমি মালিকদের অনুকূলে উন্নত নিরাপত্তা সম্বলিত ROR প্রদান;
- জরিপ, ম্যাপিং ও ভূমি উন্নয়ন করের উন্নয়ন সাধন;
- ম্যাপ ডিজিটাইজড এবং RORসহ ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্তন এবং
- সমগ্র দেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত ভূমি প্রশাসন উন্নয়ন (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) কার্যক্রম প্রণয়ন করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

- কার্যকর ভূমিস্বত্ত্ব ব্যবস্থাপনা;
- ভূমি জরিপ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
- কর্মপরিবেশ উন্নয়ন।

১.৩. কাজের তালিকা (Allocation of Business)

- একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমগ্র দেশ অথবা কোন জেলা অথবা জেলার কোন অংশের স্বত্বলিপি এবং মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত/সংশোধন;
- প্রত্যেক ভূমি মালিকের Records of Right (ROR) বা স্বত্বলিপি/খতিয়ান প্রণয়ন এবং মুদ্রণ;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন;
- পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন;
- প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং সমগ্র দেশের ম্যাপ প্রস্তুত, মুদ্রণ, পুণঃমুদ্রণ এবং সংশোধন;
- আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ, সীমানা স্ট্রিপ ম্যাপ প্রস্তুত এবং মুদ্রণ;
- আন্তঃজেলা এবং আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- জেলা/উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাবে কারিগরি ও ভৌগলিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে নিরীক্ষাকরণ;
- আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা সীমানা চিহ্নিতকরণ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে এবং ভূমি সংস্কার কার্যক্রমে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন;
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিসিএস (প্রশাসন, পুলিশ) ও অন্যান্য ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাসহ বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ আয়োজন।

১.৪. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত উপসচিব পদমর্যাদার একজন পরিচালকের অধীন এ পরিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭৫ সালে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে মহাপরিচালকের অধীন উপসচিব পদমর্যাদার ২ জন পরিচালক- (১) পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) ও (২) পরিচালক (জরিপ) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ১টি পরিচালক (প্রশাসন) এর পদ সৃষ্টি হয় এবং মহাপরিচালক পদটি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করে পরিচালকের ৩টি পদ যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

১৯৮৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতাউত্তর এদেশে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও দিয়ারা সেটেলমেন্ট, ঢাকার অধীন অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে আর.এস. জরিপ পরিচালিত হয়। ১৯৮৪ সালের নিকার এর প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কুমিল্লা, নোয়াখালী, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, সিলেট, রংপুর, বগুড়া ও টাঙ্গাইল এ ১০ টি স্থায়ী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০৯টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

২০১১ সালে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা রিভিশনাল সেটেলমেন্ট বিলুপ্ত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর, পটুয়াখালী ও জামালপুর এ আরো ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

১.৫. গণকর্মচারী সংখ্যা

ক. অফিসভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	অফিসভিত্তিক					
	অধিদপ্তর	সেটেলমেন্ট প্রেস	দিয়ারা ও আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	জোনাল অফিসসমূহ	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	মোট
মঞ্জুরিকৃত	৩৪০	৪৬৮	১০৬	৩৫৭	৬৩৭১	৭৬৪২
কর্মরত	১৯০	২০৮	৪২	১৩৯	১৬৮১	২২৬০
শূন্য	১৫১	২৬০	৬৪	২১৮	৪৬৯০	৫৩৮২

খ. শ্রেণিভিত্তিক জনবল

শ্রেণিভিত্তিক						
জনবল সংখ্যা	১ম শ্রেণি ক্যাডার পদ	১ম শ্রেণি নন-ক্যাডার পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
মঞ্জুরিকৃত	৬৫	৪২৫	৬৮৬	৪৪৮৩	১৯৮৩	৭৬৪২
কর্মরত	৩৫	৯৩	৩৩৬	১০৯২	৭৫৪	২২৬০
শূন্য	৩০	৩৩২	৩৫০	৩৪৪১	১২২৯	৫৩৮২

গ. পদোন্নতি

পদোন্নতি পূর্ব পদ	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ	সংখ্যা
সাব-সার্ভেয়ার	-	১৪
সার্ভেয়ার	-	১৩৭
কম্পিউটর	-	২৫
ড্রাফটসম্যান	উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	১১৯
বাউন্ডারী আমিন	-	৮
পেশকার	-	২
ট্রাভার্স সার্ভেয়ার	-	৩
	মোট	৩০৮

১.৬. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২
[১.১] মৌজা জরিপকরণ	[১.১.১] মৌজা জরিপকরণ (যাঁচ পর্যন্ত)	মৌজা সংখ্যা	১০০	১৪১
	[১.১.২] স্বত্বলিপির (খতিয়ানের) শুদ্ধ লিপি প্রস্তুতকরণ	সংখ্যা লক্ষ	৩.৮৩	৪.৬৫
	[১.১.৩] ডিজিটাল পদ্ধতিতে সারাদেশে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	মৌজা সংখ্যা	৩০০	৯২
	[১.১.৪] প্রচলিত পদ্ধতিতে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	মৌজা সংখ্যা	১০০	১০৬
[১.২] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও মুদ্রণ	[১.২.১] খতিয়ানে কম্পিউটারে এন্ট্রিকরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	১০.০০	৮.০৫
	[১.২.২] খতিয়ান মুদ্রণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৭.২৫	৬.৫২
	[১.২.৩] ম্যাপ মুদ্রণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০৬	৩.০৬
[১.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[১.৩.১] স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশ	মৌজা সংখ্যা	১৫১০	৯১৪
	[১.৩.২] স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর	মৌজা সংখ্যা	১৫১০	১০৬৭
[১.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	[১.৪.১] চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ও ফরিদপুর-ঢাকা আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি	সংখ্যা	২	২
[১.৫] আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[১.৫.১] যৌথ সীমানা পরিদর্শন	সংখ্যা	১২	১২
	[১.৫.২] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন	সংখ্যা	১	১
	[১.৫.৩] সীমানা পিলার মেরামত	সংখ্যা	৪৫০	১০৩৯
[২.১] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[২.১.১] কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	৬২০	৪০৫
[২.২] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[২.২.১] কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা	১৯০	২২০
[২.৩] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[২.৩.১] অফিস পরিদর্শন	সংখ্যা	১৮	১৮
	[২.৩.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	৬৫	৬৫
[৩.১] মৌজা ম্যাপ স্ক্যানকরণ এবং ফ্রন্টডেস্কের মাধ্যমে সরবরাহ	[৩.১.১] স্ক্যানকৃত মৌজা ম্যাপ ফ্রন্টডেস্কের মাধ্যমে সরবরাহ/বিক্রয়	সংখ্যা হাজার	১৩	১৬২৪
	[৩.১.২] মৌজা ম্যাপ স্ক্যান	সংখ্যা	২৮৮	২১০২

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২
(১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	১.১ শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	প্রাপ্ত নম্বর	১০	১০
	১.২.১ ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	প্রাপ্ত নম্বর	১০	১০
	১.৩.১ অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	প্রাপ্ত নম্বর	৪	৪
	১.৪.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	প্রাপ্ত নম্বর	৩	৩
	১.৫.১ তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	প্রাপ্ত নম্বর	৩	৩

১.৭. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম

শাখা	নথির সংখ্যা	ডাক সৃজিত নোটে নিষ্পত্তি	নোটে নিষ্পত্তি	পত্রজারিতে নোট নিষ্পত্তি	মোট	মোট পত্রজারি
৪০টি	২৪৩	১৪৮২	১০৪১	৯৮০	৩৫০৩	২০১৭

১.৮. চলমান জরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা

(ক) এস.এ. রেকর্ডের ভিত্তিতে পরিচালিত আর.এস. জরিপের বিবরণ
(এক নজরে সমগ্র দেশের আর.এস. জরিপের অবস্থা ১৯৬৫-২০২০)

১৯৬৫ সালে এস.এ. রেকর্ডের ভিত্তিতে আর.এস. জরিপ শুরু হয়। আর.এস. জরিপ ৬টি বৃহত্তর জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ) সার্কিট পদ্ধতিতে অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে শুরু হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ৭টি মৌজা ব্যতীত ২২৯৮০ টি মৌজার আর.এস. জরিপ কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ১ম ধাপে ১০টি এবং ২য় ধাপে ০৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

(খ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালিত আর.এস. জরিপের বিবরণ
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সারা দেশের ১০৬৭টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১.৯. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১. ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ

জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে প্রচলিত জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর, চট্টগ্রামসহ ১৪টি জোনে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার, পলাশ, সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান রয়েছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে। অধুনালুপ্ত ১১টি ছিটমহলের ৩৪টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কাজ শেষে রেকর্ড ও নকশা জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২. খতিয়ানসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম গ্রহণ

(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে APA এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সেটেলমেন্ট প্রেসে ১০ লক্ষ খতিয়ান এন্ট্রি করা হয়েছে এবং ৭.২৪ লক্ষ খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে। শুদ্ধ কপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

(খ) ২০১৭ সাল হতে মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত ১,২৭,৩৪,১২৩টি খতিয়ান এবং ৬৫,১৪০টি ম্যাপ সেটেলমেন্ট প্রেসের সার্ভারে আছে।

১.৭. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ই-নথি বিষয়ক কার্যক্রম

শাখা	নথির সংখ্যা	ডাক সৃজিত নোটে নিষ্পত্তি	নোটে নিষ্পত্তি	পত্রজারিতে নোট নিষ্পত্তি	মোট	মোট পত্রজারি
৪০টি	২৪৩	১৪৮২	১০৪১	৯৮০	৩৫০৩	২০১৭

১.৮. চলমান জরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা

(ক) এস.এ. রেকর্ডের ভিত্তিতে পরিচালিত আর.এস. জরিপের বিবরণ
(এক নজরে সমগ্র দেশের আর.এস. জরিপের অবস্থা ১৯৬৫-২০২০)

১৯৬৫ সালে এস.এ. রেকর্ডের ভিত্তিতে আর.এস. জরিপ শুরু হয়। আর.এস. জরিপ ৬টি বৃহত্তর জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ) সার্কিট পদ্ধতিতে অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে শুরু হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ৭টি মৌজা ব্যতীত ২২৯৮০ টি মৌজার আর.এস. জরিপ কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ১ম ধাপে ১০টি এবং ২য় ধাপে ০৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

(খ) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালিত আর.এস. জরিপের বিবরণ
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সারা দেশের ১০৬৭টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১.৯. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

১. ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ

জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে প্রচলিত জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর, চট্টগ্রামসহ ১৪টি জোনে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার, পলাশ, সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান রয়েছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে। অধুনালুপ্ত ১১টি ছিটমহলের ৩৪টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কাজ শেষে রেকর্ড ও নকশা জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২. খতিয়ানসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম গ্রহণ

(ক) ২০২১-২০২২ অর্থবছরে APA এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সেটেলমেন্ট প্রেসে ১০ লক্ষ খতিয়ান এন্ট্রি করা হয়েছে এবং ৭.২৪ লক্ষ খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে। শুদ্ধ কপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

(খ) ২০১৭ সাল হতে মার্চ ২০২২ সাল পর্যন্ত ১,২৭,৩৪,১২৩টি খতিয়ান এবং ৬৫,১৪০টি ম্যাপ সেটেলমেন্ট প্রেসের সার্ভারে আছে।

৩. অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার এর ব্যবহার

অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুতের কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যারে স্ট্যাটিক ম্যাপ (Static Map) সংযোগসহ খতিয়ান প্রণয়নের জন্য যে যে বিষয়/মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডায়নামিক ম্যাপ (Dynamic Map) সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সিস্টেমটি ঢাকা জোনে চলমান ডিজিটাল জরিপ কাজে সফলতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪. আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষণাবেক্ষণ

ক্রমিক নম্বর	সেক্টরের নাম	পিলার সংখ্যা		
		পুনর্নির্মাণ	মেরামত	মোট
১	বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টর	৬৭	৩৪	১০১
২	বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টর	১৯৪	১১৭	৩৭১
৩	বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টর	১৯৭	৪০৯	৫৬৭
৪	বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টর	-	-	-
			সর্বমোট	১০৩৯

৫. Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন

দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Econom Esatblishment of Digital Land Management System (EDLMS) প্রকল্পটি ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা ও ২টি গ্রামীণ উপজেলায় Plot to Plot জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৬. ভূমি ভবন নির্মাণ প্রকল্প

'ভূমি ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের অধীন **ভূমি ভবন** নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভবনটিতে বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.১০. মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে মোট ৩১টি কোর্স পরিচালিত হয় এবং মোট ৮০৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রম	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১	জনপ্রশাসনে সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১১তম ব্যাচ)	৩৯ জন	০৮/০৮/২০২১ হতে ১২/০৮/২০২১ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২	জনপ্রশাসনে সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১২তম ব্যাচ)	২০ জন	১৬/০৮/২০২১ হতে ২২/০৮/২০২১ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৩	জনপ্রশাসনে সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১৩তম ব্যাচ)	২০ জন	২৪/০৮/২০২১ হতে ৩১/০৮/২০২১ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৪	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (১ম ব্যাচ)	২০ জন	২৪/০৮/২০২১ হতে ১৪/০৯/২০২১ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৫	ভূমি জরিপ আধুনিকায়নে জরিপের স্তর হ্রাসকরণ ও সহজীকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা	৪১ জন	১৪/০৯/২০২১ খ্রি.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৬	জিএনএসএস রিফ্রেশার্স ও ড্রোন পরিচালনা বিষয়ক কোর্স	২০ জন	০৩/১০/২০২১ হতে ১১/১০/২০২১ পর্যন্ত ০৭ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৭	বাংলাদেশ-ভারত ৪র্থ যৌথ সীমানা সম্মেলনের ফলাফল (Outcome) সংক্রান্ত কর্মশালা		০৪/১০/২০২১ খ্রি.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৮	অনলাইন ল্যান্ড সার্ভে সফটওয়্যার পরিচালনা বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স	৩২ জন	১৩/১০/২০২১ হতে ১৪/১০/২০২১ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৯	জনপ্রশাসনে সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১৪তম ব্যাচ)	৩৪ জন	১৭/১০/২০২১ হতে ২৪/১০/২০২১ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১০	জনপ্রশাসনে সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (১৫তম ব্যাচ)	২০ জন	২৫/১০/২০২১ হতে ৩১/১০/২০২১ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১১	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (২য় ব্যাচ)	২০ জন	০১/১১/২০২১ হতে ২১/১১/২০২১ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১২	বিসিএস অফিসারগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যুগোপযোগী করার নিমিত্ত কারিকুলাম প্রস্তুত সংক্রান্ত কর্মশালা	২০ জন	২১/১১/২০২১ খ্রি.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৩	অনলাইনে মৌজা ম্যাপ বিক্রয় সংক্রান্ত অবহিতকরণ কোর্স	৩০ জন	২২/১১/২০২১ খ্রি.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৪	ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক কোর্স	১৬ জন	২৩/১১/২০২১ হতে ০৬/১২/২০২১ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত

ক্রম	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১৫	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (৩য় ব্যাচ)	২০ জন	২৮/১১/২০২১ হতে ২০/১২/২০২১ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৬	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (৪র্থ ব্যাচ)	২৯ জন	২২/১২/২০২১ হতে ১৩/০১/২০২২ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৭	ইলেকট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট	২২জন	০৯/০১/২০২২ হতে ১৩/০১/২০২২ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৮	ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৩৯ জন	১৬/০১/২০২২ হতে ২৭/০১/২০২২ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৯	ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিনের সাহায্যে ডিজিটাল ভূমি জরিপ বিষয়ক কোর্স	২৫ জন	০৬/০২/২০২২ হতে ১৭/০২/২০২২ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২০	আর্ক জিআইএস বিষয়ক কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৪ জন	০৭/০২/২০২১ হতে ০১/০৩/২০২২ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২১	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (৫ম ব্যাচ)	২৪ জন	২০/০২/২০২২ হতে ০৩/০৩/২০২২ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২২	আর্ক জিআইএস বিষয়ক কোর্স (২য় ব্যাচ)	২৪ জন	০৬/০৩/২০২২ হতে ১৬/০৩/২০২২ পর্যন্ত ১০ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৩	আর্ক জিআইএস বিষয়ক কোর্স (৩য় ব্যাচ)	২৮ জন	১৩/০৩/২০২২ হতে ১৪/০৩/২০২২ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৪	অনলাইন ল্যান্ড সার্ভে সফটওয়্যার পরিচালনা বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স	২৪ জন	০৬/০৩/২০২১ হতে ২৯/০৩/২০২২ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৫	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/ উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (৬ষ্ঠ ব্যাচ)	২১ জন	১২/০২/২০২২ হতে ১৪/০২/২০২২ পর্যন্ত ৩ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৬	জোনল সেটেলমেন্ট অফিসার এবং চার্জ অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক	৩১ জন	০৬/০৪/২০২২ হতে ১২/০৪/২০২২ পর্যন্ত ৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৭	দাপ্তরিক আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৯ জন	১৭/০৪/২০২২ হতে ২১/০৪/২০২২ পর্যন্ত ৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৮	দাপ্তরিক আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক কোর্স (২য় ব্যাচ)	২৫ জন	১১/০৪/২০২২ হতে ১৮/০৪/২০২২ পর্যন্ত ৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৯	অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৫ জন	১৯/০৪/২০২২ হতে ২৫/০৪/২০২২ পর্যন্ত ৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৩০	অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্স (২য় ব্যাচ)	৩০ জন	১৬/০৫/২০২২ খ্রি.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৩১	জরিপ কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার	২৮ জন	২৮/০৫/২০২১ হতে ১৬/০৬/২০২২ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
		৮০৫ জন			

১.১১. বিসিএস ক্যাডার ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট বিষয়ক ৪টি কোর্স পরিচালিত হয়।

কোর্সের নাম	তারিখ	মনোনয়নের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	অর্জন
১২৭তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	০৬/১১/২০২১ খ্রি. হতে ২৬/১২/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত	১০২	৫২	২২০
১২৮তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	১৮/১২/২০২১ খ্রি. হতে ০৬/০২/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত	৮২	৩৭	
১২৯তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	১৯/০১/২০২২ খ্রি. হতে ২০/০৩/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত	১০৪	৭০	
১৩০তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স	১২/০৩/২০২২ খ্রি. হতে ০৮/০৫/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত	১০৮	৬২	
	মোট	৩৯৬	২২০	

১.১২. শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২০২২) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২০২২) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট নিষ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫ (২+৩+৪)	৬ (১-৫)
৮৯	৫	৮	১৬	২৯	৬০

১.১৩. বাজেট

সম্পূরক মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবি (পরিচালন ও উন্নয়ন)

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অনুকূলে পরিচালন খাতে বরাদ্দ ছিল ২০৫.৫৮ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৭২০০.৬৮ লক্ষ টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলাসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নম্বর	দপ্তরের নাম	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট (লক্ষ টাকায়)
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর কার্যক্রম	২০৫.৫৮
২	উন্নয়ন কার্যক্রম	৭২০০.৬৮
সর্বমোট পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়		৭৪৫১.২৬

১.১৪. অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	মোট অডিট আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১০১	৮২.৫৩	১০১	৫৫	৬৬.৩৪	৪৬	১৬.১৯
২	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	৭২	০.৩২৬	৭২	৪৭	০.০০৫৪	২৫	০.০৫১৯
	সর্বমোট							

১.১৫. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আইন শাখার কার্যক্রম

রিট মামলা/সিভিল পিটিশন মামলা/এটি মামলা/কনটেম্পট মামলার বিবরণ

সাল	রিট পিটিশন		সিভিল পিটিশন		এটি/এএটি		কনটেম্পট	
২০২১-২০২২	১৩৪		৫		৮১		৩০	
	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন	অনিষ্পন্ন	নিষ্পন্ন
	১১৪	২০	৫	-	৪৯	৩২	১৮	১২

১.১৬. ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১) ভূমি জরিপ কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন।

২) নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসনের অনুমোদনক্রমে প্রণয়নের মাধ্যমে সকল শূন্য পদ পূরণ করে এবং জনবলকে প্রশিক্ষিত করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩) অনলাইন রিভিশনাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান (RSK) সিস্টেম তৈরি করা।

৪) ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরের বিদ্যমান সীমানা পিলার পুনঃনির্মাণ/ মেরামতের যৌথ কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৫) সীমানা নির্ধারণ কাজে GNSS (Global Navigation Satellite System) এর ব্যবহার এবং স্ট্রিপম্যাপ হালনাগাদ করার জন্য HRSI (High Resolution Satellite Imagery) ব্যবহার করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬) তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ যুগোপযোগী ধারণা যেমন- সুশাসন, ই-গর্ভনেন্স, গণখাতে ক্রয়নীতি, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৭) আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহকরণ, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের স্থায়ী একাডেমি নির্মাণ, ভূমি ভবন, আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ভবন নির্মাণ।

২ ডিজিটাল জরিপ ও সাভার উপজেলা

ভূমি জরিপ বা ল্যান্ড সার্ভে একটি টেকনিক্যাল কার্যক্রম। এর সাহায্যে একটি এলাকার সকল বা নির্দিষ্ট ভূমিখন্ডের একটি নির্দিষ্ট স্কেলে নির্দিষ্ট মানের কাগজে পরিমাপ গ্রহণক্রমে এর অবস্থান, আয়তন ও সীমানা (পেরিফেরি) নির্ণয় করা হয়। এরূপ কার্যক্রম দ্বারা একটি মৌজার নকশা অংকিত হয় এবং নকশার ভূমি খন্ডের দখল ও মালিকানার বর্ণনা নিয়ে একটি খতিয়ান প্রণীত হয়। এ দু'টো মিলে রেকর্ড অব রাইট বা স্বত্বলিপি প্রস্তুত হয়।

পাঠান সম্রাট শেরশাহ সর্ব প্রথম এ উপমহাদেশে জরিপ প্রথা চালু করেন। পরবর্তীতে মোঘল সম্রাট আকবরের একজন অন্যতম সভাসদ টোডরমল সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কিন্তু উক্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ এবং plot-to-plot সার্ভে কার্যক্রম ছিলনা বরং একটি সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম ছিল।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০ম পরিচ্ছেদের বিধান অনুসারে ১৮৮৯ সাল হতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সিলেট ও পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশে সি.এস. জরিপ সম্পন্ন করা হয়। কক্সবাজারের রামু থানা হতে আরম্ভ করে ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলায় সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনের মাধ্যমে সিএস জরিপের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঐ সময়ে সিলেট জেলা আসাম প্রদেশের অর্ন্তভুক্ত থাকায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আওতাভুক্ত ছিল না বিধায় সিলেট জেলায় সি.এস. জরিপ হয়নি। তবে জরিপ কার্যক্রম জরুরি বিবেচনায় ১৯৩৬ সালে সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের (Sylhet Tenancy Act) আওতায় জেলার ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ১৯৫০ সালে আরম্ভ করা হয় এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর অধীন জরিপ ১৯৬৩ সালে শেষ হয়। উক্ত জরিপে নকশা ও রেকর্ড উভয়ই প্রস্তুত করা হয়। সিএস জরিপের মাধ্যমে প্রতিটি মৌজার জন্য নকশা (ম্যাপ) প্রস্তুত করে প্রতিটি ভূমি খন্ডের বাস্তব অবস্থা, আয়তন, শ্রেণি, জমির পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করে খতিয়ান প্রণয়ন করা হয়।

১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ায় ১৯৫৬ সালে সরকার এ আইনের ৩ ধারার আওতাধীন পূর্ব বঙ্গের সকল জমিদারী দখল নেয়ার পর এ আইনের ১৭ ধারা মোতাবেক যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় তা এসএ খতিয়ান নামে পরিচিত। মূলতঃ জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ করে জমিদারদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রণয়ন এবং ভূমি মালিক/রায়তকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করার লক্ষ্যে সে সময় একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ ও রেকর্ড সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হয় যা এস.এ. রেকর্ড হিসেবে পরিচিতি পায়।

সি.এস. জরিপ সম্পন্ন হওয়ার সুদীর্ঘ ৫০ বছর পর এই জরিপ পরিচালিত হয়। জমির অবস্থা, প্রকৃতি, মালিক, দখলদার ইত্যাদি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে এ জরিপ সম্পন্ন করা হয়। এস.এ. জরিপের সময় সরেজমিনে তদন্ত বা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা হয়নি। জমিদারদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এস.এ. জরিপ বা খাতিয়ান প্রস্তুত করা হয়েছিল যার কারণে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। এ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন- চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় সরেজমিনে ভূমি জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেয় যা আর.এস. বা Revisional Survey হিসেবে পরিচিত। এ জরিপে প্রস্তুতকৃত নকশা (ম্যাপ) এবং খতিয়ান নির্ভুল হিসেবে গ্রহণীয়। এর অংশ হিসেবে সরকার ১৯৮৫-৮৬ সালে ১০ টি বৃহত্তর জেলায় যেমন- ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, সিলেট, বগুড়া ও টাঙ্গাইল জোনে নিকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থায়ী সেট-আপ পদ্ধতির জরিপ কার্যক্রম আরম্ভ করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে দিনাজপুর, পটুয়াখালী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও বরগুনা জেলাকেও স্থায়ী সেট-আপ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়। অনেকে এ জরিপকে বি.এস. জরিপ নামে অভিহিত করেন।

১৯৯৮ সালে শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে যে জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়ে ২০১০ সালে সমাপ্ত হয় তাকে সিটি জরিপ বলা হয়। সিটি জরিপের আরেক নাম ঢাকা মহানগর জরিপ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে আধুনিক জরিপের যন্ত্রপাতি (জিপিএস, ইটিএস, ডাটা রেকর্ডার, কম্পিউটার, ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার, প্লটার, প্রিন্টার ইত্যাদি)-এর সাহায্যে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৫টি মৌজার (জিঞ্জিরা, আকরান, খাগান, কলমা ও আউকপাড়া) ডিজিটাল পদ্ধতিতে নক্সা ও খতিয়ান প্রণয়নের জন্য একটি পাইলট কর্মসূচি শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত ৫টি মৌজার মধ্যে ৪ টি মৌজার কার্যক্রম শেষ করে জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১ টি মৌজা মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে দীর্ঘদিন স্থগিত থাকায় এখনও হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি।

একই সময়ে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ৪৮টি মৌজায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত ৪৮টি মৌজার কার্যক্রম শেষ করে প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছে।

ডিজিটাল জরিপের ধারাবাহিকতায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সিদ্ধান্তে সাভার উপজেলার মোট ২১৮ টি মৌজার মধ্যে ১০৭টি মৌজার জরিপ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সমাপ্ত হওয়ায় অবশিষ্ট ১১১টি মৌজার জরিপ ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঢাকার তৎকালীন জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার জনাব মোঃ মোমিনুর রশীদের নের্তৃত্বে ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় Online Digital Land Survey & Management System Software চালু করা হয়। যা ডিজিটাল জরিপের ইতিহাসে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে।

সাভার উপজেলার ১১১টি মৌজার মধ্যে ১৯টি মৌজা সকল কার্যক্রম শেষে জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ০৭টি মৌজা গেজেট বিজ্ঞপ্তি শেষে হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে। ০৩টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা চলমান। অন্যান্য মৌজার কিস্তোয়ার, খানাপুরী-বুঝারত, তসদিক, আপত্তি, আপিল, চূড়ান্ত যাঁচ স্তরের কাজ চলমান। বর্তমানে অত্যাধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি মৌজার নকশা প্রস্তুতের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ২ (দুই) থেকে ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সাভার উপজেলার ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

সুশান্ত কুমার রায়, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, সাভার, ঢাকা।

৩ বিদ্যমান ভূমির বিপুল সংখ্যক শ্রেণিকে স্বল্পসংখ্যক শ্রেণিতে রূপান্তরকরণ

সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, জরিপের ক্ষেত্রে ভূমিতে বর্তমানে প্রায় ১,১২৪টি শ্রেণির অস্তিত্ব রয়েছে। ভূমির বিদ্যমান শ্রেণিসমূহ পর্যালোচনা করে আরো দেখা যায় যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই শ্রেণির ভূমিকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং এমন কিছু দুর্বোধ্য নাম রয়েছে যা সাধারণ জনগণের নিকট আদৌ বোধগম্য নয়। বিষয়টি পর্যালোচনা এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিদ্যমান শ্রেণিসমূহকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য, প্রয়োগযোগ্য ও যুগোপযোগী করে ১৬টি শ্রেণিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জরিপ অধিশাখা-১, ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৩৬.৬৮.০৭৬.১৭.৮১ নম্বর স্মারকে বিদ্যমান ভূমির বিপুল সংখ্যক শ্রেণিকে সহজবোধ্য, বাস্তবোপযোগী ও স্বল্পসংখ্যক শ্রেণিতে রূপান্তর করা হয়।

কতিপয় শর্ত অনুসরণপূর্বক নিম্নের ছকে বর্ণিত বিদ্যমান শ্রেণিভুক্ত কোন ভূমিকে পাশে উল্লিখিত হাল জরিপের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

ক্রম	বিদ্যমান শ্রেণি	হাল জরিপের শ্রেণি
১	বন, জংগল, গজারিবন, শালবন, সুন্দরবন এবং সমজাতীয় বন।	বন
২	পাহাড়, টিলা ও পর্বত।	পাহাড়
৩	নদী, নদ, খাল ও সিকস্তি।	নদী
৪	হাওড়, বাওর, পুকুর, বিল, দিঘী, লেক, মাটিয়াল, নালা, নয়নজুলি, ডোবা, ছড়া, ড্রেন, ঝরণা এবং সমজাতীয় জলাভূমি।	জলাভূমি
৫	হালট, গলি, পাকা রাস্তা, সড়ক, কাঁচা রাস্তা, রাস্তা, গোপাট, রেলপথ, ডহর, ঘাটা, পথ, বাঁধ, বেড়ী বাঁধ, কালভার্ট, স্লুইস গেট, সেতু, ব্রিজ, আইল্যান্ড, ফুটপাত ও সমজাতীয়।	রাস্তা
৬	বাস টার্মিনাল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ট্রাক টার্মিনাল, ফেরি ঘাট, খেয়া ঘাট, ঘাট, হেলিপ্যাড, নৌঘাট, টেম্পু স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড, ভ্যান স্ট্যান্ড, যাত্রী ছাউনি ও সমজাতীয়।	টার্মিনাল
৭	নৌ বন্দর, বিমান বন্দর, বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রানওয়ে, পোর্ট, স্থল বন্দর ও সমজাতীয়।	বন্দর
৮	ছোণখোলা, ভাগার, চরভূমি, ঘাসবন, পান বড়জ, বালুচর, বীজতলা, বাঁশঝাড়, বাগান, গোচরণ ভূমি, পুকুরপাড়, পতিত, লায়েক পতিত, বেড়, নাল, হর্টিকালাচার, নার্সারি, ডাঙ্গা, সহুরী, বিলান, দলা, ধানী জমি, বেগুন টিলা, মরিচ টিলা, বোরো, টেক, মাঠ, সাটিউরা, আছারউরা, ভিটি, ভিটা, হোগল বন, নলবন, বাইদ, চালা, গভীর নলকূপ ও সমজাতীয় আবাদি ভূমি।	আবাদি
৯	ছাত্রাবাস, সার্কিট হাউস, উঠান, বাড়ী, বাড়ী ভিটা, টিলা বাড়ী, গুচ্ছ গ্রাম, ডাক বাংলো, শিশু সদন, আঙ্গিনা, বিশ্রামাগার, আশ্রয় কেন্দ্র, কোয়ার্টার, এতিমখানা, বোর্ডিং, রেস্ট হাউজ, পালান বাড়ী, ভিলা, বাহির বাড়ী, গোলাঘর, বৈঠকখানা, বাসভবন, পাতকুয়া, ইন্দারা, কুয়া, খোলান, পালান, গোয়ালঘর, আবাসন, আশ্রায়ন, বাস্ত, বৃদ্ধাশ্রম, ত্রাণ শিবির, পুনর্বাসন কেন্দ্র, পায়খানা, প্রস্রাবখানা, ওয়াস রুম, ওয়াস ব্লক, ব্যারাক, কলোনী ও সমজাতীয় আবাসস্থল।	আবাসিক

ক্রম	বিদ্যমান শ্রেণি	হাল জরিপের শ্রেণি
১০	কালেক্টরেট, ব্যাংক, পশু হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, ফায়ার সার্ভিস, হাসপাতাল, জেলা পরিষদ, ডাকঘর, যাদুঘর, ইউনিয়ন পরিষদ, অফিস, আদালত, লাশ কাটাঘর, কোর্ট কাচারী, আদালত ভবন, গবেষণাগার, উপজেলা পরিষদ, থানা, পুলিশ স্টেশন, বেতার কেন্দ্র, টিভি কেন্দ্র,সংসদ ভবন, প্রেস ক্লাব, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সেনানিবাস, ফাঁড়ি, নগরভবন, পৌরসভা, চক্ষু হাসপাতাল, জেলখানা, পুলিশ, লাইন, বিজিবি ক্যাম্প, কাচারী বাড়ী, সামাজিক সেবা কেন্দ্র, পাম্প হাউস, পাওয়ার হাউস, শৌচাগার, লাইট হাউজ এবং সমজাতীয় অন্যান্য অফিস।	অফিস
১১	ছাপাখানা, গ্যাস, পাম্প, গ্যাস লাইন, পেট্রোল পাম্প, গ্যাস ফিল্ড, ডিপো, হিমাগার, ফিলিং স্টেশন, খামার, কসাইখানা, মার্কেট, ইটখোলা, হোটেল, রিসোর্ট, বরফ কল, স'মিল, মোটেল, মিল ঘর, পাথর কোয়ারী, ওয়ার্কসপ, গ্যাস কেন্দ্র, টাওয়ার, গুদাম, গোডাউন, দোকান, চান্দিনা ভিটি, বাজার, তোহা বাজার, বাজার গলি, গোহাট, হাট, হাট খোলা, পাট মহাল, মাছ পট্টি মাছ বাজার, কয়লা বাজার, কাচা বাজার, চাউলপট্টি, চান্দিনা দোকান, কাটগোল, ইক্ষু ক্রয়কেন্দ্র, ক্লিনিক, মাতৃসনদ, পর্যটন কেন্দ্র, পশু হাট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফার্নিচার, বেকারী, শপিংমল, শপিং টাওয়ার, প্লাজা, ব্রিক্স, টালিখোলা, মৎস্য খামার, কৃষি খামার, পশু খামার, পোল্ট্রি খামার, গোখামার, আবাসিক হোটেল, হিমাগার, গোপাট বাজার, নার্সিং হোম, বেসরকারী হাসপাতাল, গণশৌচাগার,	বাণিজ্যিক
১২	কারখানা, ইপিজেড, ফ্যাক্টরি, কল-কারখানা, ট্যানারী, রাইস মিল, চাতাল, মিল , চাবাগান ও সমজাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান।	শিল্প
১৩	সিনেমা হল, চিড়িয়াখানা, পার্ক, টেনিস ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, মিলনায়তন, কমিউনিটি সেন্টার, ব্যায়মাগার, ক্লাব, সুইমিং পুল এবং সমজাতীয় বিনোদন কেন্দ্র।	বিনোদন কেন্দ্র
১৪	বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয়, একাডেমি, ইউনিভার্সিটি, মক্তব, পাঠশালা, হেফজখানা, শিশু একাডেমি, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, বার লাইব্রেরি, কিন্ডার গার্টেন, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কওমি মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা, মাদ্রাসা, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, আর্ট কলেজ কারিগরী, কৃষি কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বিজ্ঞানাগার এবং সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১৫	শহীদ মিনার, ম্যুরাল, স্মৃতিসৌধ, কেল্লা এবং সমজাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ।	স্মৃতিস্তম্ভ
১৬	মসজিদ, মন্দির, কালীবাড়ী, সমাধি, দেবালয়, শ্মশান, গির্জা, কবরস্থান, মাজার, প্যাগোডা, ঈদগাহ, দরগাহ, খানকাহ, দরগা শরীফ, পীরস্থান, পীঠস্থান, পীরোত্তর, দেবোত্তর, দেবস্থান, মিশন, বৌদ্ধ মন্দির, আশ্রম, দরগা, গুরু দুয়ার, গণকবর, পূজাখোলা, মঠ, গোরস্থান, ওয়াকফ, এবং সমজাতীয় ধর্মীয় স্থান।	ধর্মীয় স্থান

অনুসরণের নিমিত্ত প্রদত্ত শর্তসমূহ:

জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়:

(ক) যে সকল মৌজার মাঠ-কাজ (Fieldwork) এখনও শুরু হয়নি, কেবল সেই সকল মৌজার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩-এ উল্লিখিত জমির শ্রেণি বিভাগ প্রযোজ্য হবে;

(খ) একই মৌজার কিয়দংশ জমির-মাঠ-কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে সেই সকল মৌজার জরিপের ক্ষেত্রে একই রূপ শ্রেণি বলবৎ থাকবে;

(গ) যে সকল শ্রেণি উক্ত ছকে বিদ্যমান নেই সেই সকল শ্রেণির ভূমিকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী সমজাতীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঘ) চলমান জরিপ কার্যক্রমে যে সকল মৌজার মাঠ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জরিপের অন্যান্য স্তর হতে আরম্ভ করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত স্তরগুলো অসম্পন্ন রয়েছে, সেই সকল মৌজার ক্ষেত্রে বিবেচ্য শ্রেণি বিভাগ প্রযোজ্য হবে না; এবং

(ঙ) ইতোপূর্বে জরিপের মাধ্যমে সম্পাদিত ও গেজেটে প্রকাশিত জমির সকল শ্রেণি বিভাগ সঠিক এবং শুদ্ধভাবে সম্পাদিত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ১৪৪ ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

৪ ড্রোন সার্ভে (Drone Survey)

ড্রোন সার্ভে মূলত আধুনিক প্রযুক্তির একটি অংশ। জিপিএস/জিএনএসএস, ইলেকট্রনিকস টোটাল স্টেশন মেশিন দিয়ে সার্ভে করার সাথে সাথে খোলা জায়গায় ড্রোন দিয়ে সার্ভে করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি মৌজায় প্রায় ৪০-৫০% ওপেন স্পেস আছে যা ড্রোন দিয়ে সার্ভে করা সম্ভব।

বিভিন্ন প্রকার ড্রোন

Pro, Mavic 2 pro, Phantom, Matrico 300 RTK, Wingtra, VITOL etc. ড্রোন ভূমি জরিপের জন্য বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে।

ড্রোন দিয়ে সার্ভে করার পদ্ধতি

সার্ভে করার পূর্বে মৌজাতে রেকি করা হয়। রেকি করে দেখা হয় মৌজাতে কি পরিমাণ ওপেন স্পেস আছে এবং কয়টি জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) পিলার স্থাপন করতে হবে। ড্রোন দিয়ে সার্ভে করার জন্য অবশ্যই প্রতিটি মৌজায় কমপক্ষে ০৪টি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করতে হবে। RTK বেস হলে অস্থায়ীভাবে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করেও ড্রোন সার্ভে পরিচালনা করা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হলো মৌজায় ১০০% ওপেন স্পেস থাকে না। কারণ প্রতিটি মৌজাতে ৪৫-৫০% গ্রাম বিদ্যমান, যেখানে ড্রোন দিয়ে ইমেজ নেওয়ার সময় জমির আইল দেখা যায় না। ড্রোন যখন উপর থেকে ছবি গ্রহণ করে তখন FPV পদ্ধতিতে ইমেজ গ্রহণ করে। FPV হলো First Person View। অর্থাৎ ড্রোন প্রথমে যাকে দেখবে তার ছবি গ্রহণ করবে। সুতরাং গাছপালা ও ঘর-বাড়ীর উপর দিয়ে ইমেজ নেওয়ার সময় ড্রোন প্রথমেই গাছপালা এবং ঘর-বাড়ির ইমেজ গ্রহণ করবে, জমির আইল পাবে না।

গ্রামের অবস্থা যখন উপরের ছবির মতো হয় তখন ইলেকট্রনিকস টোটাল স্টেশন মেশিন দিয়ে প্রতিটি বাড়ি-ঘর এবং সাথে সাথে মালিকানা সম্বলিত জমির স্থানাংক সংগ্রহ করতে হয়।

কেন প্রতিটি মৌজায় জিপিএস পিলার বসানো জরুরি

উপরের চিত্রের ন্যায় বাড়ি-ঘর ও জমির মালিকানা স্বত্ত্ব রেকর্ড আকারে প্রকাশ করতে গেলে ভূমি মালিক কর্তৃক দখলীয়

ভূমির সঠিক পরিমাণ দরকার হয়। এক্ষেত্রে ড্রোন সঠিকভাবে আইল প্রদর্শন করে জমির পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ETS মেশিন দিয়ে ডাটা সংগ্রহ করে বাড়ি-ঘর সম্বলিত জমির সঠিক পরিমাণ নকশায় তুলে ধরতে হয়। এজন্য প্রতিটি মৌজায় গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন জরুরি। কারণ কমপক্ষে ০২টি গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে একাধিক সাব ট্রাভার্স পয়েন্ট চিহ্নিত করে বাড়ি-ঘরের ভিতর জমির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়।

মৌজায় ড্রোন উড়িয়ে ইমেজ সংগ্রহের পূর্বে যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে

(১) ভৌগলিকভাবে মৌজার অবস্থান নির্নয়;
(২) মৌজা সংশ্লিষ্ট এরিয়ার স্যাটেলাইট ইমেজ ডাউনলোড;
(৩) সাবেক জরিপকৃত মৌজার নকশা ডিজিটাইজেশন;
(৪) স্যাটেলাইট ইমেজ এর উপর ডিজিটাইজ মৌজার লাইন স্থাপন করে মৌজার সীমানা নির্ধারণ;
(৫) গুগল আর্থ এর উপর মৌজাটি প্রতিস্থাপন করে KML (Keyhole Markup Language) ফাইল প্রস্তুত;
(৬) ড্রোন ডিপই সফ্টওয়্যারে একাউন্ট প্রস্তুত;
(৭) ড্রোন ডিপই সফ্টওয়্যারে KML ফাইল Import করে ফ্লাইট মিশন প্রস্তুত (ডিসট্যান্স অনুযায়ী);
(৮) সুবিধাজনক খোলা স্থানে অবস্থান করে প্লান মোতাবেক ড্রোন উড়িয়ে ইমেজ সংগ্রহ।

বিশ্লেষণ

ভৌগলিকভাবে মৌজার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন বিষয়। এ কাজের শুরুতেই মৌজার রেকি করার সময় মৌজার সীমানা বা বিভিন্ন লোকেশনে অবস্থান করে হাতে থাকা এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এ কাজটি অতি সহজেই করা সম্ভব। মোবাইলের google Play Store থেকে utm GEO MAP নামে একটি টুল আছে। এটি দ্বারা মৌজায় অবস্থান করে coordinate নেওয়া সম্ভব হয়।

স্যাটেলাইট ইমেজ ডাউনলোড

সংগৃহীত coordinate দ্বারা shape ফাইল তৈরি এবং KML করে গুগল আর্থ এর উপর স্থাপন করলে অতি সহজেই মৌজার লোকেশন পাওয়া যাবে। একটু বেশী পরিমাণ ধরে নিচের চিত্রের ন্যায় চিহ্নিত করতে হবে।

SAS. Planet দ্বারা স্যাটেলাইট ইমেজ ডাউনলোড

Google Earth এর মাধ্যমে উপরের ন্যায় চিহ্নিত অংশের KML ফাইলটি SAS. Planet এর মধ্যে ড্রাগ করে ছেড়ে দিলে অংশটি দৃশ্যমান হবে এবং দৃশ্যমান অংশটি সিলেক্ট করে ডাউনলোড করে নির্দিষ্ট ফাইল বা ফোল্ডারে Save করা যাবে।

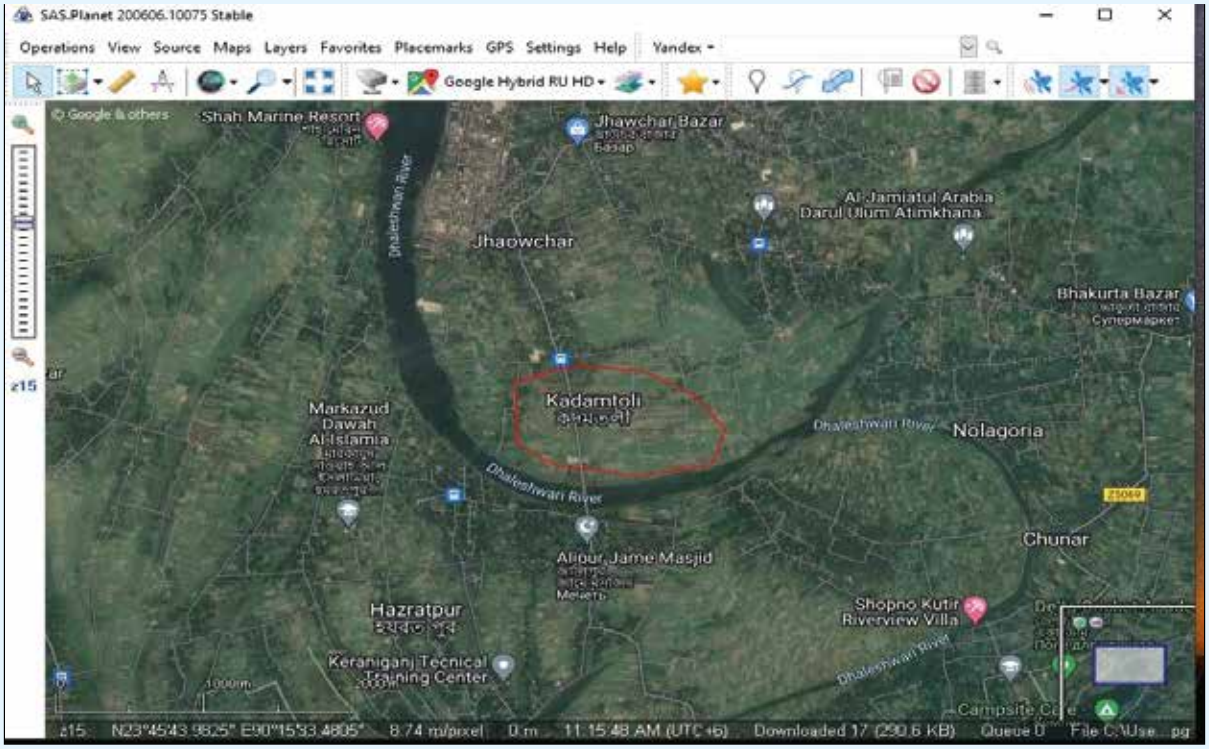

Converting Coordinate System

SAS. planet দ্বারা ডাউনলোডকৃত ইমেজটির coordinate system wgs84. এই ড্যাটা হতে সঠিকভাবে দূরত্ব এবং এরিয়া পরিমাপ করা সম্ভব হবে না। তাই ডাউনলোডকৃত স্যাটেলাইট ইমেজটির coordinate system কনভার্ট করতে হবে। Data গুলোকে projection coordinate এ রূপান্তর করতে হবে। projection coordinate পরিবর্তন করতে হলে ড্যাটাটিকে Global Mapper ওপেন করতে হবে।

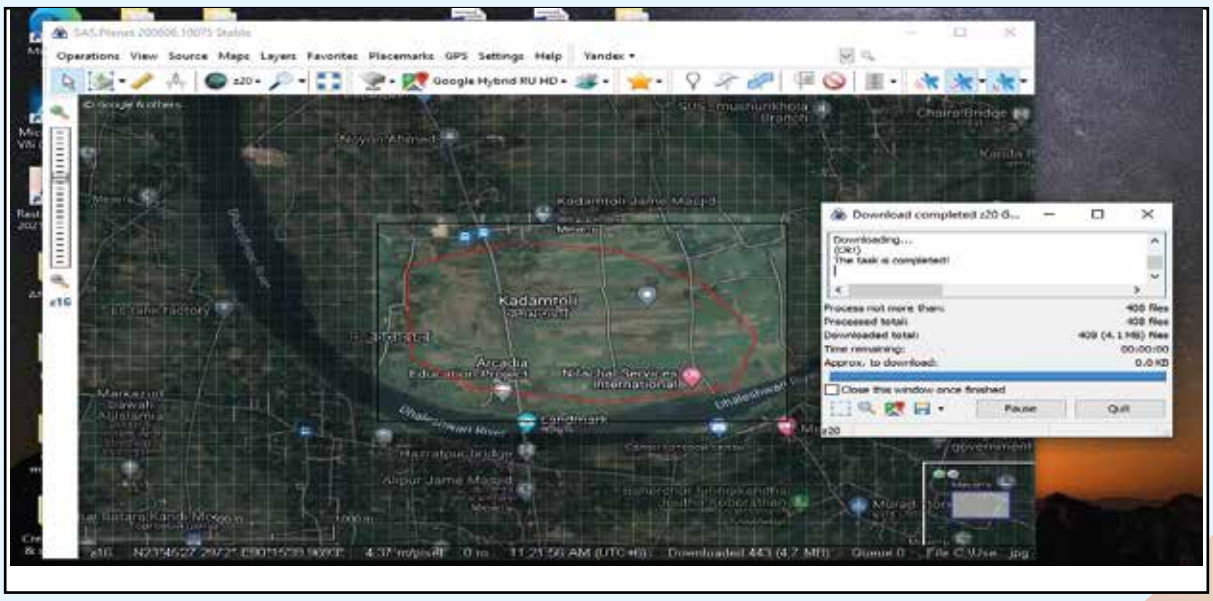

নিচের ছবির ন্যায় স্যাটেলাইট ইমেজটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তাই WGS84. সম্বলিত ইমেজটি Global Mapper Coordinate Software দ্বারা Projection Coordinate এ পরিবর্তন করতে হবে। কারণ Projection Coordinate ট্রান্সফার না করলে এরিয়া করা সম্ভব হবে না।

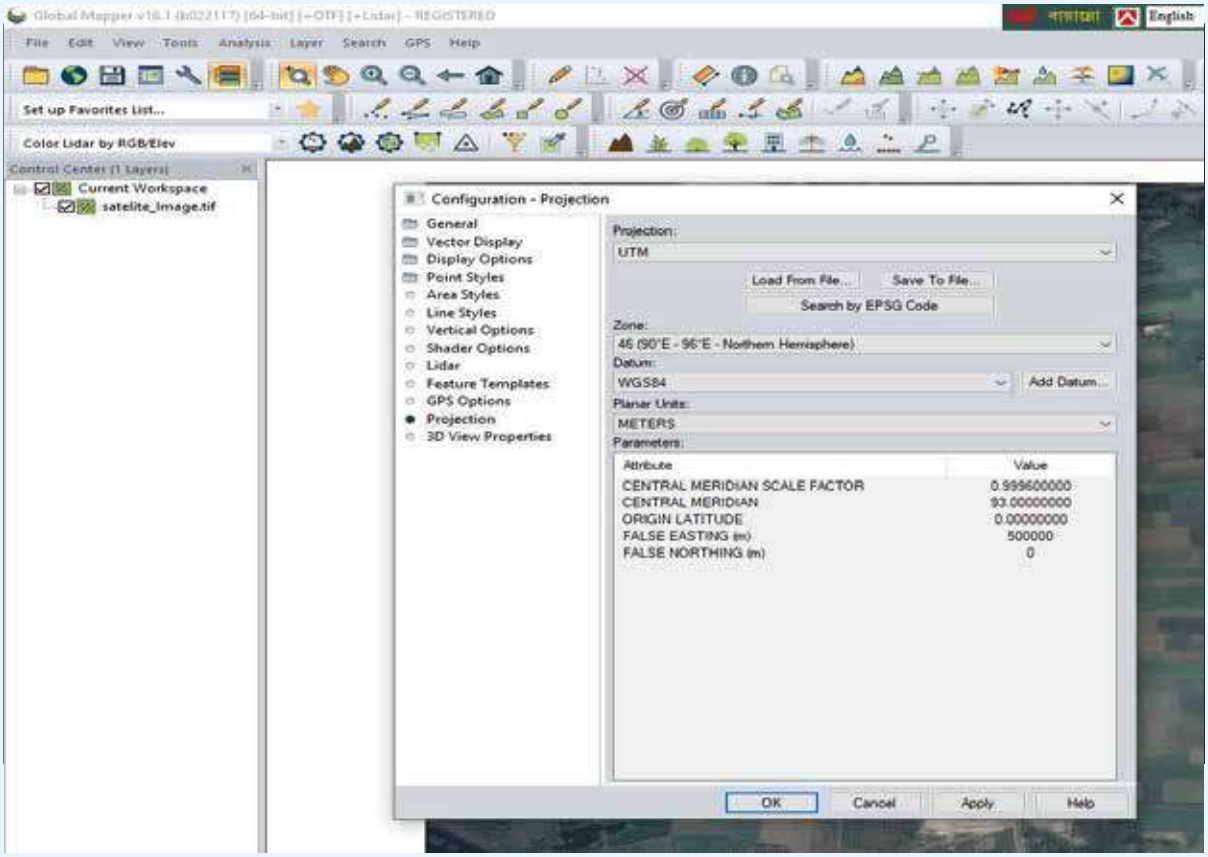

Global Mapper দ্বারা Coordinate Transfer

স্যাটেলাইট ইমেজটি Global Mapper এ ওপেন করে Tool এ গিয়ে Projection utm দেখিয়ে দিয়ে file – Export – ECW Format এ কম্পিউটার এর যে কোন Folder এ save করতে হবে। তারপর Arc map এ ওপেন করে লাইন টানা যাবে।

ECW format এ সংরক্ষিত ফাইলটি Auto cad 2016 ওপেন করে Georef Img টুল দ্বারা ইমেজ এ unit দিতে হবে। তারপর Save করে map 3D Software এ ওপেন করে মৌজার ডিজিটাইজ লাইনগুলো বসাতে হবে। সঠিক-ভাবে মৌজাটি বসানোর পর মৌজা বাউন্ডারী নির্দিষ্ট করে, মৌজা বাউন্ডারী Export করে সুবিধাজনক ফোল্ডারে Save করতে হবে।

সংরক্ষণকৃত মৌজা বাউন্ডারী Google Earth এ প্রতিস্থাপন করে সঠিকভাবে মৌজা বাউন্ডারী kml প্রস্তুত করতে হবে এবং Add Path দ্বারা সাথে সাথে পূর্বের ন্যায় Add path দ্বারা ড্রোন প্ল্যান প্রস্তুত করতে হবে।

ড্রোন ফ্লাই

সঠিকভাবে প্ল্যান তৈরি হয়ে গেলে ড্রোন ফ্লাই করার পূর্বে মৌজায় স্থাপিত Geodatic Control পিলারগুলো দৃশ্যমান হলে লাল রং দ্বারা চিহ্নিত করে দিতে হবে। আর যদি দৃশ্যমান না থাকে তাহলে ইলেক্ট্রনিকস টোটাল স্টেশন মেশিন দ্বারা দুটি জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলার এর ভিত্তিতে অপর দুটি অস্থায়ী পিলার লাল কাপড় বা যে কোন ভাবে চিহ্নিত করে দিতে হবে যাতে ড্রোন, পয়েন্ট এর লোকেশন বুঝতে পারে এবং ইমেজ আকারে ছবি নিতে পারে।

ফটোগ্রামেট্রিক মৌজাইক

ড্রোন প্লান মোতাবেক সমস্ত মৌজাব্যাপী ইমেজ সংগ্রহ করার পর সকল ইমেজগুলো একত্রে dji terra software এ import করে একত্রে মৌজাইক করতে হবে। আলাদা আলাদাভাবে মৌজাইক করা যাবে না।

জিওরেফারেন্সিং

মৌজাইককৃত ইমেজটি মৌজায় স্থাপিত পিলার বা চিহ্নিত পিলার মোতাবেক জিওরেফারেন্স করতে হবে।

সতর্কতা

ইমেজটি জিওরেফারেন্সিং করার সময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, space ইমেজ এর cell size যতটুকু আছে তার দেড়গুণ এর বেশী যেন রেফারেন্সিং করার পর না হয়। কারণ প্রকৃত ইমেজ এর সেল সাইজ যদি .024 হয় তাহলে রেফারেন্সিং করার পর যেন .036 এর কম হয়। বেশী হলে রেফারেন্সিং সঠিক বলে গণ্য করা যাবে না। এটিকে RMS Error বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইমেজ এর properties এ গিয়ে cell size দেখা যাবে। এটাকে Root Mean Square Error (RMSE) আখ্যায়িত করা হয়।

এ পর্যায়ে ইমেজটি সঠিক হবে এবং ইমেজটিকে Arc map এ ওপেন করে মাউস দিয়ে লাইন ড্র করে ম্যাপ প্রস্তুত করা যাবে।

বিশেষ সতর্কতা

বাংলাদেশের কোন মৌজায় এককভাবে ড্রোন দ্বারা সার্ভে করা সম্ভব নয়। ড্রোন দিয়ে সার্ভে করতে হলে জিপিএস/জিএন-এসএস, ইলেক্ট্রনিকস টোটাল স্টেশন, এবং ড্রোন এ তিনটির সমন্বয়ে সার্ভে করতে হবে।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও আইসিটি কর্মকর্তা, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা।

৫ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

নিদের্শনায়

জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব এ টি এম নাসির মিয়া
পরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব আবি আবদুল্লাহ
উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আফজালুর রহমান
উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

মিজ তাসলীমা বেগম
চার্জ অফিসার
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

৬ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পুরাতন ভবন।

নবনির্মিত ভূমি ভবন

ভূমি ভবনে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল' এ ১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

পটুয়াখালী, ইটবাড়িয়াতে বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ (বিডিএস) এর পাইলটিং প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান (যুগ্মসচিব)।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা; জনাব এম.এম. আরিফ পাশা (যুগ্মসচিব), ভূমি মন্ত্রণালয়; জনাব মহঃ মনিরুজ্জামান (উপসচিব), উপপরিচালক (জরিপ) এবং জনাব মোঃ শামছুল আজম, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর ।

জনাব মোঃ শামছুল আজম, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর কে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের, পরিচালক (ভূমি রেকর্ড), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল মাহমুদ, পরিচালক (জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ সার্ভে ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা পরিদর্শনের সময় উপজেলা প্রশাসন, কুমিল্লা আদর্শ সদর এবং বাংলাদেশ সার্ভে ইন্সটিটিউট, কুমিল্লার কর্মকর্তাদের সাথে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা প্রশাসন, কুমিল্লার উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের সময় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে অবহিত করেন জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহজাহান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা; জনাব এটিএম নাসির মিয়া, পরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল মাহমুদ, পরিচালক (জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

জাপানের সান্দাই নগরে ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশনের ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করছেন জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর; জনাব মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়; জনাব মহঃ মনিরুজ্জামান (উপসচিব), উপপরিচালক (জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং জাপানের প্রতিনিধি।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ করেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০২১-২০২২ এর আওতায় সেরা প্রশিক্ষণার্থীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর। বর্ণিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব এটিএম নাসির মিয়া, পরিচালক (প্রশাসন) এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনাব মোঃ আবি আবদুল্লাহ, উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল জরিপ কার্যে ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত আধুনিক ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক এবং বিভিন্ন জোনালের সার্ভেয়ারবৃন্দ।

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারবৃন্দ ও মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কানুনগো/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণকে প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আফজালুর রহমান, উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের ১২৭তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০২১-২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট প্রদান করেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের ১২৭তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স, ২০২১-২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট প্রদান করেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির মাঠে স্থাপিত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ ক্যাম্প (একাংশ)।

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির মাঠে স্থাপিত সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ ক্যাম্প (বার্ডস আই ভিউ)।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ ক্যাম্প

"ভূমিসেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল"

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.dlrs.gov.bd